মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দিন

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর অনলাইন পত্রিকা পড়েই মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম মাহমুদুর রহমান সব মামলাতে জামিন পেয়েছেন। তাই তার মুক্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু পরের দিনের পত্রিকা খুলেই আমরা বাকরুদ্ধ। এ কি পড়ছি! মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকার নাকি আরো একটি মামলা দিয়েছে। এই নতুন মামলায় পুলিশের পক্ষ থেকে নাকি রিমান্ডের আবেদনও করা হয়েছে। তাই আপাতত তার আর মুক্তি মিলছে না।

‘আমার দেশ’ এর সংগ্রামী সম্পাদক মি. মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে জনৈক বিচারপতির কিছু গোপন টেলি আলাপ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ

করার অপরাধে। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে আরো মামলা দেয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে বিগত প্রায় তিন বছর তিনি কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় রয়েছেন।

তার অপরাধগুলো কতটুকু গুরুতর, বাংলাদেশের আইনে এই ধরনের অপরাধের কোন শাস্তি আদৌ আছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। আমরা আস্থা রেখেছিলাম মহামান্য আদালতের উপর। মাহমুদুর রহমান অপরাধী, নাকি তিনি নির্দোষ – এই বিচারের ভার তো মহামান্য আদালতের, আমাদের নয়। তাই এই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়, এটাই ছিল আমাদের এতোদিনের অবস্থান।

তবে সম্প্রতি তার সম্ভাব্য মুক্তির প্রাক্কালে তার বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দেয়াতে স্বভাবতই অন্যান্য অনেকের মত আমরাও আর চুপ থাকতে পারছি না।

মি. মাহমুদুর রহমান একটি পত্রিকার সম্পাদক হলেও তিনি দল নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নন। অতীতে তিনি বিএনপি'র সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাকে যখন স্কাইপ কেলেঙ্কারী প্রকাশের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন অনেকের মত আমরাও মনে করেছিলাম, মি. মাহমুদুর রহমানের অপরাধ আদৌ থাকুক আর না থাকুক, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুলতঃ রাজনৈতিক কারণে।

এই ধরনের একটি উপলব্ধি মাননীয় বিচারপতিদের মধ্যেও থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমরা এর আগেও বলেছি, এখনো বলছি, বাংলাদেশের আদালতগুলোতে অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিয়মিত ন্যায়বিচার পাচ্ছেন। এর একটি বড় প্রমাণ বাংলাদেশ একটি অধিক জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে বিরোধ ফয়সালা করার জন্য নিয়মিত আইন হাতে তুলে নিচ্ছে না। যদি তা হত, তাহলে দেশে সবসময়ই একটি অরাজক পরিস্থিতি বজায় থাকত। এই পরিস্থিতি উদ্ভব না হওয়ার একটি বড় কারণ মহামান্য আদালতের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা এখনো অটুট।

তবে সমস্যা বাধে রাজনৈতিক মামলাগুলোর বেলাতে। এই রাজনৈতিক মামলাগুলো মিডিয়াতে প্রচারিত হয়, এবং এই মামলাগুলোর রায় দেখলে সাধারণ যে কোন মানুষের মনে হতে বাধ্য, বাংলাদেশে আসলে কোন ন্যায়বিচার নেই।

আমরা খেয়াল করেছি, রাজনৈতিক মামলাগুলোতে কেন জানি সব সময়ই রাষ্ট্র পক্ষেরই জয় হয়। সরকার যাকে বা যাদেরকে গ্রেপ্তার করতে চাইছে, তারা সত্যি সত্যিই গ্রেপ্তার হন, এবং পরবর্তীতে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে কারাদন্ডও ভোগ করেন।

রাজনৈতিক মামলাগুলোতে কেন সবসময়ই রাষ্ট্রপক্ষ বিজয়ী হয়, তার প্রকৃত কারণ আমাদের জানা নেই। তবে আমরা চিন্তা করে এবং অনুমান করে একটি কারণ বের করেছি।

আমাদের কেন জানি মনে হয়, মাননীয় বিচারপতিরা রাজনৈতিক মামলাগুলোতে অনেকটা নিরাপদ পথেই হাটতে চান। তারা চান না রাষ্ট্রপক্ষকে খেপিয়ে তুলতে। বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক, সেহেতু রাষ্ট্রপক্ষ যা চাইছে, তা দিয়ে দেয়াই উত্তম – এটাই হল আমাদের মাননীয় বিচারপতিদের মনোভাব।

আমাদের এই অনুমান ভুল হতে পারে। যদি ভুল হয়, তাহলে মহামান্য আদালতের কাছে আমরা আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আর যদি আমাদের অনুমান সত্যি হয়, তাহলে মাননীয় বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে আমরা কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

বাংলাদেশের মাননীয় বিচারপতিরা খুব সম্ভবত নিজেরাও জানেন না, দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাদের কতটুকু ক্ষমতা রয়েছে।

তারা যেহেতু রাজনৈতিক মামলাগুলোতে রাষ্ট্রপক্ষের অনুকূলেই বেশির ভাগ সময় রায় দেন, সেহেতু সরকার সবসময়ই সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে বিরোধী পক্ষকে মামলার জটে ফেলে শায়েস্তা করা যায়। এই ধরনের গ্রেপ্তার অভিযানের ফলশ্রুতিতে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়। ফলে বাড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাড়ে হরতাল-অবরোধের সম্ভাবনা।

সরকারি দলে যারা আছেন, তারা বিচারপতিদের এই দুর্বলতা খুব ভাল করেই জানেন। তাই তারাও সুযোগ খুঁজতে থাকেন কিভাবে এই দুর্বলতার উপর ভর করে বিরোধীদেরকে দমন করা যায়।

এখন মহামান্য বিচারপতিরা যদি তাদের মনোভাব একটু পাল্টান, রাজনৈতিক মামলাগুলোতে ভুক্তভোগীদের তারা যদি দ্রুত জামিন দিয়ে দেন, তাহলে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধী দমনের এই

প্রণোদনা পুরোটাই উবে যাবে। বিরোধী দমনের সকল ক্ষমতাই তারা হারাবেন। তাই তারা বাধ্য হবেন বিরোধীদের সাথে সংলাপে বসতে, তাদেরকে আস্থায় নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ চালাতে।

রাজনীতিতে এই ধরনের একটি গুণগত পরিবর্তন সত্যি সত্যি আসলে মিডিয়ার সাংবাদিকরা বাধ্য হবেন পাতার পর পাতা রাজনৈতিক সংবাদ প্রচার বাদ দিয়ে প্রকৃত সংবাদ প্রচারে। ইলেকট্রোনিক মিডিয়াতে ঘন্টার পর ঘন্টা রাজনৈতিক টক'শো এর পরিবর্তে দেখা যাবে উন্নয়নমূলক টক'শো।

সাম্প্রতিককালে মহামান্য বিচারপতিদেরকে নিয়ে অনেক সংবাদই মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। এই ধরনের সংবাদে মহামান্য আদালতের উপর মানুষের আস্থা দিন দিন কমছে না – এই কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। আমরা মনে করি, মহামান্য আদালতের উপর মানুষের আস্থা যদি সত্যিই কমতে থাকে, তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে উওরণের উপায় মহামান্য বিচারপতিদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের দেয়া পরামর্শ মহামান্য বিচারপতিরা গ্রহণ করবেন কিনা, তা আমরা জানি না। তবে আমরা মনে করি, এই পরামর্শ যদি তারা গ্রহণ করেন এবং এর ফলে যদি সত্যিই সত্যিই বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহলে মহামান্য আদালতের উপর জনগণের আস্থা রাতারাতি ফিরে আসবে। আর তার সবচেয়ে বড় ফল ভোগ করবেন মহামান্য বিচারপতিরাই।

মাননীয় বিচারপতিদের মাধ্যমে সারা দেশে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে 'আমার দেশ' এর সংগ্রামী সম্পাদক মি. মাহমুদুর রহমানকে জামিনে দ্রুত মুক্তি দেয়ার মধ্য দিয়েই।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ফেব্রুয়ারী ১৭, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ এএফপি